ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

এত পরিশ্রমের পরও কটু কথা কষ্ট দেয়, সবকিছু অর্থহীন মনে হয়: জাহ্নবী

পৃঃ ৫

ক্রিকেটকে বিদায় জানাচ্ছেন কার্তিক?

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৪৪ ● কলকাতা ● ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ২৮ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

রেমাল তাণ্ডবে

বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎহীন হয়ে রয়েছে বহু এলাকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রবিবার রাতে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারের বেশি বেগে আছড়ে পড়েছে ঘূর্ণিঝড় রেমাল। গাছ পড়ে, কাঁচা বাড়ি ভেঙে উত্তর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। তবু এই ধরনের দুর্যোগে সুন্দরবন সহ দুই চব্বিশ পরগণার নদী তীরবর্ত এবং সমুদ্র লাগোয়া এলাকাগুলিতে মাটির বাঁধ ভেঙে জল ঢোকার যে ভয় থাকে, সেই বিপদ এড়ানো গিয়েছে রিমলের ক্ষেত্রে।তবে দুই চব্বিশ পরগণার তুলনায় আর এক উপকূলবর্তী জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে রবিবারের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব তুলনামূলক কম পড়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বভাস মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে ঝোড়ো হাওয়া, ভারী বৃষ্টি হয়েছে। এ দিন সকালেও

এরপর ৩ পাতায়

১ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর সোমবার সকাল থেকে

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হল উড়ান পরিষেবা

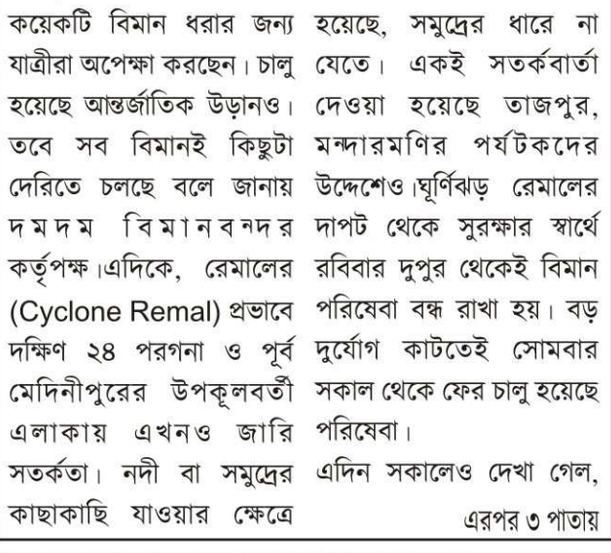

দমদম বিমানবন্দরে সোমবার সকাল থেকে চালু পরিষেবা।নিজস্ব ছবি।

দমদম: নিউজ সারাদিন : ২১ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর সোমবার সকাল থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হল উড়ান পরিষেবা। দমদম বিমানবন্দর থেকে প্রথম বিমানটি রওনা হয়েছে পোর্ট ব্লেয়ারের উদ্দেশে। এছাড়া আরও পর পর বেশ কয়েকটি বিমান ধরার জন্য যাত্রীরা অপেক্ষা করছেন। চালু হয়েছে আন্তর্জাতিক উড়ানও। তবে সব বিমানই কিছুটা দেরিতে চলছে বলে জানায় দমদম বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।এদিকে, রেমালের (Cyclone Remal) প্রভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী এলাকায় এখনও জারি সতর্কতা। নদী বা সমুদ্রের কাছাকাছি যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে আজও। রেমালের সঙ্গে ভরা কোটালের প্রভাবে এখনও জলোচ্ছ্বাস রয়েছে দিঘার সমুদ্রে। তাই বিপদবার্তা দেওয়া হয়েছে। দিঘায় পর্যটকদের উদ্দেশে সোমবারও মাইকিং করেছে জেলা প্রশাসন। বারবার বলা হয়েছে, সমুদ্রের ধারে না যেতে। একই সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে তাজপুর, মন্দারমণির পর্যটকদের উদ্দেশেও।ঘূর্ণিঝড় রেমালের দাপট থেকে সুরক্ষার স্বার্থে রবিবার দুপুর থেকেই বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়। বড় দুর্যোগ কাটতেই সোমবার সকাল থেকে ফের চালু হয়েছে পরিষেবা।

এদিন সকালেও দেখা গেল,

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এখনও পর্যন্ত ছ'জনের মৃত্যু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে আছড়ে পড়েছে ঘূর্ণিঝড় রেমাল। তার প্রভাবে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। 'প্রবল' ঘূর্ণিঝড় শক্তি খুইয়ে সাধারণ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলেও এখনও তার প্রভাব চলছে। ঝোড়ো হাওয়া বইছে কলকাতাতেও। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, কলকাতা থেকে ১১০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে রেমাল। রেমালের প্রভাবে সোমবার নদিয়া, মুর্শিদাবাদে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং দুই ২৪ পরগনায়। মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে দক্ষিণবঙ্গে। তবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি-সহ একাধিক জেলায় বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে কোথাও আবহাওয়াজনিত সতর্কবার্তা দেওয়া হয়নি।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, স্থলভাগে প্রবেশ করার পর ঘূর্ণিঝড় রেমাল বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূল ধরে ক্রমে উত্তর দিকে এগিয়েছে। গত ছ'ঘণ্টায় তার গতি ছিল ঘণ্টায় আট কিলোমিটার। এই মুহূর্তে তা পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন বাংলাদেশের উপর অবস্থান করছে। বাংলাদেশের মোংলা থেকে রেমালের দূরত্ব ৬৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। এ ছাড়া, ক্যানিং থেকে ১০০ কিলোমিটার উত্তর উত্তর-পূর্ব, বাংলাদেশের খেপুপাড়া থেকে ১৫০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম এবং ঢাকা থেকে ১৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে রেমাল।হাওয়া অফিস জানিয়েছে, সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় হিসাবেই থাকবে রেমাল। সন্ধ্যার পর তা শক্তি হারিয়ে পরিণত হবে গভীর নিম্নচাপে। ক্রমে তা আরও উত্তর-পূর্ব দিকে সরবে।

রেমালের প্রভাবে রবিবার রাত থেকে দুর্যোগ চলছে দক্ষিণবঙ্গে। রাতে দমদমে ঝড়ের গতি ছিল ঘণ্টায় ৯১ কিলোমিটার। বাংলাদেশে ১০০-র বেশি ছিল গতিবেগ। সোমবার সকাল থেকেও ঝোড়ো হাওয়া ছিল দক্ষিণের জেলাগুলিতে। ঝড়ের সঙ্গে একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। কলকাতায় গত রাতে ১৪৪

এরপর ৩ পাতায়

মংলাতে ট্রলার ডুবি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের খুলনার মংলা বন্দরে দুর্ঘটনা। যাত্রীবোঝাই ট্রলার ডুবি, নিখোঁজ এক শিশু সহ দুই। ঘূর্ণিঝড় রিমলের কবল থেকে বাঁচতেই তড়িঘড়ি এলাকা ছাড়ার হিড়িকেই দুর্ঘটনা বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। ঘটনাস্থলে উদ্ধারকারী দল। জানা গিয়েছে, বাগেরহাটের মংলায় বহু যাত্রী নিয়ে একটি ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটেছে।তবে কত জন নিখোঁজ রয়েছেন, তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানাতে পারছে না প্রশাসন। নিখোঁজদের সন্ধানে সকাল থেকে উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে স্থানীয় ডুবুরি দল, কোস্ট গার্ড ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা।

ল্যান্ডফলের পরেই গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে রিমল। সমুদ্রে উত্তরমুখী আসার পর স্থলভাগে এসে সামান্য উত্তর-পূর্ব দিকে বাঁক নেবে। বাংলাদেশের ওপর দিয়েই উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করতে পারে রিমল ঘূর্ণিঝড়ের

এরপর ৩ পাতায়

রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডবে মৃত পরিবারের হাতে

অবিলম্বে আর্থিক সহায়তা পৌঁছবে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ছ'জনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। কারও মাথায় গাছ পড়ে, তো কারও মাথায় বাড়ির কার্নিস ভেঙে, কেউ আবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও প্রচুর। রেমালের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে থাকার কথা জানালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সোমবার রাজ্যের দুই জেলায় লাল সতর্কতাও জারি রয়েছে। মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ঝড়ের গতি থাকতে পারে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার। সাময়িক ভাবে দমকা হাওয়ার বেগ পৌঁছে যেতে পারে ৮০ কিলোমিটার পর্যন্তও। এই দুই জেলায় সোমবার ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, সোমবার কলকাতা ছাড়াও হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে ঝড়ের গতি থাকতে পারে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত।পাশাপাশি, রাজ্য প্রশাসনের তরফে আর্থিক সহায়তা মৃতদের পরিবারের কাছে পৌঁছে যাবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

রবিবার রাতে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে আছড়ে পড়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড় রেমাল। সাগরদ্বীপ এবং খেপুপাড়ার মধ্যবর্তী অংশে বাংলাদেশের মোংলার কাছ থেকে ঝড় স্থলভাগে প্রবেশ করেছিল। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলেছিল 'ল্যান্ডফল' প্রক্রিয়া। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে উপকূলবর্তী এলাকায়। কলকাতা শহরেও বহু অংশে গাছ পড়ে, বিদ্যুতের খুঁটি উপরে বিপত্তি ঘটেছে। প্রতি বছরই তাই আমাদের নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। এ বারও সাইক্লোন 'রেমালে'র প্রভাবে আমাদের রাজ্যে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল এবং হচ্ছে। কিন্তু সবার উপরে মানুষের জীবন। সৌভাগ্যক্রমে এবং অবশ্যই রাজ্য প্রশাসনের তৎপরতায় এবার জীবনহানি তুলনামূলক ভাবে অনেক কম।"

তার পরেই মমতা লেখেন, "নিহতদের পরিবারবর্গকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই, তাঁদের নিকটজনের হাতে অবিলম্বে আর্থিক সহায়তা পৌঁছবে। ফসলের ও বাড়িঘরের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণের বণ্টনও আইন-মোতাবেক প্রশাসন এখনই দেখে নেবে।" তিনি এ-ও জানান, নির্বাচনী আচরণবিধি উঠে গেলে সরকার এই সব বিষয়ে আরও গুরুত্ব দিয়ে পুরোটা বিবেচনা করবে। বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রশাসনের ভূমিকায় খুশি মমতা। তিনি জানান, নির্বাচনী বন্দোবস্তের ব্যস্ততা সত্ত্বেও সর্ব স্তরে আমাদের প্রশাসন দুর্যোগ মোকাবিলায় সকলে সংহত ভাবে সব সময় মানুষের পাশে থেকেছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। দু'লক্ষ মানুষকে নিরাপদ জায়গায় ১৪০০ শিবিরে সরানোর কৃতিত্ব পুরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলিকে দিয়েছেন তিনি।

কলকাতার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতেও ঝড়ের তাণ্ডব চলে। ঘূর্ণিঝড় চলে গেলেও তার প্রভাবে সোমবার সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। কোথাও ভারী বৃষ্টি, তো কোথাও আবার মাঝারি। একইসঙ্গে বইছে ঝোড়ো হাওয়া।রেমালের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সমবেদনা জানিয়েছেন মমতা। এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ নদীমাতৃক রাজ্য, বঙ্গোপসাগরের উপকূলে।

দুর্যোগ এলে ফিরেও দেখে না কেউ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঝড় বৃষ্টি এলেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পরে ঘাটাল ব্লকের পরামানিকপাটি গ্রামের বাসিন্দাদের। খোঁজ পড়ে কার পাকা বাড়ি আছে, কে দুর্যোগের রাতে ঠাঁই দেবে। অসহায়তায় আপাতত ফুঁসছে গ্রাম। তাঁদের অভিযোগ, ভোট এলে নেতাদের আনাগোনা বাড়ে। কিন্তু দুর্যোগ এলে ফিরেও দেখে না কেউ।

এ বিষয়ে ঘাটাল ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বিকাশ কর বলেন, "এখনও নির্বাচনের নির্দিষ্ট বিধি বলবত রয়েছে। তাই আমরা রাজনৈতিকভাবে কিছু করতে পারছি না। তবে ওনারা বিডিও, মহকুমাশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আর আমাদের জনপ্রতিনিধিরা নজর রেখেছেন। নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হবে।"এমনিই বৃষ্টি হলে ঘাটালের উপর দিয়ে যে কী চলে, তা কম বেশি সকলেই জানে। তার উপর আবার ঝড়ের দাপটে ত্রস্ত পরামানিকপাটি গ্রামের লোকেরা।

ঘাটাল ব্লকের বীরসিংহ গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে এই গ্রাম। এখানকার বাসিন্দা মিলন পাত্র বলেন, "ঝড় এলেই ছেলে বগলে নিয়ে কার পাকা বাড়ি আছে খুঁজতে বেরোই। হাতে পায়ে ধরি একটু যদি থাকতে দেন। ঝড়ও বেরিয়ে যায়, ঝড়ের মতো প্রশাসনের লোকেরাও বেরিয়ে যায়। তাদের আর এ গ্রামের দিকে নজর দেওয়ার সময় নেই।"মিলন বলেন, "রাজ্য সরকারও দেখে না, কেন্দ্র সরকারও দেখে না। শুধু প্রতিশ্রুতি দেয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বলছে বাড়ি হবে, কেন্দ্রও বলছে বাড়ি হবে। কিন্তু কেউই আজ পর্যন্ত বাড়ি দিতে পারল না, কেউ বলতেও পারল না বাড়িটা আসলে কবে হবে।" রাজ্য-কেন্দ্র দুই সরকারকেই দুষছেন তাঁরা। স্পষ্ট বলছেন জোছনা পাত্র, "সারা রাত ভয়ে ঘুম হয়নি রবিবার। এই মনে হয় মাথায় ভেঙে পড়বে ঘর। ঘরদোর না করে দিলে থাকব কীভাবে? একটা ত্রিপল পর্যন্ত চেয়ে পাই না।"

আয়ুষ মন্ত্রক জেনারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী

এবং আয়ুষ হাসপাতালের মালিকদের জন্য সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিমা ক্ষেত্রের সঙ্গে গভীর বোঝাপড়া এবং সমন্বয় তৈরি করতে এবং সকল নাগরিককে সুলভে আয়ুষ চিকিৎসা পরিষেবা দিতে ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রক জেনারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানীগুলির প্রধান এবং আয়ুষ হাসপাতালের মালিকদের জন্য বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করছে। এই অনুষ্ঠানটি হবে ২৭ মে ২০২৪ নতুন দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ আর্য়ুবেদায়। শুধুমাত্র জনসাধারণের জন্য সুলভে আয়ুষ চিকিৎসা বৃদ্ধি ঘটানোই এর উদ্দেশ্য নয়, দেশের সার্বিক সুস্বাস্থ্যের উন্নতির পাশাপাশি ভারতে বিমার আওতায় সরকারি এবং বেসরকারি আয়ুষ হাসপাতালগুলিকে নিয়ে আসাও এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো এবং স্বাস্থ্যবিমা কর্মসূচিতে মূল স্রোতের আয়ুষ চিকিৎসায় কী ধরনের নীতিগত সহায়তা লাগবে, সেই নিয়ে আলোচনা হবে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে সমস্যা এবং সুযোগগুলি নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে। আলোচনায় অন্যান্য যে প্রধান বিষয়গুলি থাকবে সেগুলি হল- আয়ুষ ক্ষেত্রে বিমার ব্যবস্থা, বিমা ক্ষেত্রে আয়ুষের অন্তর্ভুক্তি, আয়ুষ হাসপাতালগুলির সম্ভাবনা, এআইআইএ-এর সাফল্য, রোহিনী প্ল্যাটফর্মে আয়ুষ হাসপাতালগুলির উল্লেখ, বিমার আওতার জন্য আয়ুষ হাসপাতালের নিবন্ধীকরণ।

আয়ুষ মন্ত্রকের সচিব বৈদ্য রাজেশ কোটেচা, আয়ুষ মন্ত্রকের বিমা বিশেষজ্ঞদের কোর গ্রুপের চেয়ারম্যান অধ্যাপক বিজন কুমার মিশ্র, আয়ুষ মন্ত্রকের উপদেষ্টা ডঃ কৌস্তভ উপাধ্যায়, ডিডিএইচএস-এর ডিডিজি ডঃ এ রঘু, আর্য়ুবেদ হাসপাতালের শ্রী রাজীব বাসুদেবন, অধ্যাপক আনন্দরাম পি ভি, ডিএমএস এআইআই-এ ডঃ অলকা কাপুর, সিটিও আআইবিআই যোগানন্দ টাডেপল্লি এবং জিআইসি শ্রী সেগর সম্পতকুমার অনুষ্ঠানে মূল বক্তা হিসেবে ভাষণ দেবেন।

ভারতীয় মোবাইল নম্বর প্রদর্শন করে

প্রতারণাপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইনকামিং কল ব্লক করার নির্দেশ জারি করল সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এটা লক্ষ করা গেছে যে, প্রতারকরা ভারতীয় নাগরিকদের ভারতীয় মোবাইল নম্বর প্রদর্শন করে আন্তর্জাতিক জালিয়াতি কল করছে এবং এর মাধ্যমে সাইবার অপরাধ ও আর্থিক প্রতারণা সংঘটিত হচ্ছে। দেখে মনে হয়, এই কলগুলি ভারতের মধ্যে থেকেই করা হচ্ছে, কিন্তু আসলে সাইবার অপরাধীরা কলিং লাইন আইডেন্টিটির হেরফের ঘটিয়ে বিদেশ থেকে এই কলগুলি করছে। ভুয়ো ডিজিটাল গ্রেপ্তারির হুমকি, অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি, ক্যুরিয়ারে মাদক দ্রব্য পাচার, সরকারি বা পুলিশের আধিকারিক হিসেবে ভুয়ো পরিচয়, টেলিকম বিভাগের আধিকারিকের ভুয়ো পরিচয় দিয়ে মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার হুমকি প্রভৃতি কাজে এই প্রতারণাপূর্ণ কলগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে। দূরসঞ্চার বিভাগ এবং টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীরা এই ধরনের প্রতারণাপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইনকামিং কলগুলিকে চিহ্নিত করে ব্লক করার এক পদ্ধতি চালু করেছে। টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীদের এই সংক্রান্ত নির্দেশ সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। সেই নির্দেশিকা অনুসারে ভারতীয় ল্যান্ডলাইন নম্বর ব্যবহার করে বিদেশ থেকে আসা প্রতারণাপূর্ণ কলগুলি ইতোমধ্যেই ব্লক করা হয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা। সেজন্য দূরসঞ্চার বিভাগ টেলিফোন ব্যবহারকারীদের সুরক্ষায় সঞ্চারসাথি পোর্টাল (https://sancharsaathi.gov.in/) চালু সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে।

সবরকমের চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিছু প্রতারক এখনও নানাভাবে প্রতারণাপূর্ণ কল করছে। এই ধরনের কল এলে সবাইকে সঞ্চারসাথি পোর্টালে রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে। এতে প্রত্যেকেই উপকৃত হবেন।

জম্মু-কাশ্মীরে গত ৩৫ বছরের মধ্যে

সাধারণ নির্বাচনে এবারই প্রথম ভোটদানের সর্বোচ্চ হারে ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় রচনা হয়েছে

নয়াদিল্লি, ২৭ মে, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ভারতের নির্বাচনী বহুত্ববাদে এক বিশাল পদক্ষেপ, গত ৩৫ বছরের মধ্যে এবার সর্বোচ্চ ভোটদানের হারের সাক্ষী থাকলো জম্মু ও কাশ্মীর। ৫টি লোকসভা আসন বিশিষ্ট সমগ্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের

এরপর ৩ পাতায়

ভোটের অবহে মদ কাণ্ড

নিয়ে সরগরম রাজ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের অবহে মদ কাণ্ড নিয়ে সরগরম রাজ্য । কিছুদিন আগেই ময়নাগুড়ির রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের চ্যাংমারি গ্রামের নিরঞ্জন রায়ের বাড়ি থেকে প্রায় ৬ কোটি টাকার জাল বিলিতি মদ উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। বিজেপির দাবি, অভিযুক্ত নিরঞ্জন রায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা ।এদিকে মদ কেলেঙ্কারি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির দাবি, অভিযুক্ত নিরঞ্জন রায় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। বিজেপির জেলা সম্পাদক চঞ্চল সরকারের কথায়, "তৃণমূলের আমলে রাজ্যে মদের রমরমা। স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে পাড়ায় পাড়ায় মদের দোকান খুলে যাচ্ছে। অভিযুক্ত নিরঞ্জন রায় স্থানীয় তৃনমূল নেতা বলেই প্রশাসন সব জেনেও অন্ধ হয়ে বসে ছিল।" পাল্টা গেরুয়া শিবিরের সেই দাবি খারিজ করেছে তৃণমূল।পাল্টা স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই নামে তাদের দলের কোনো কর্মী নেই। সবমিলিয়ে জাল মদ উদ্ধার নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। প্রসঙ্গত, আবগারি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকমাস ধরেই চ্যাংমারি গ্রামের ওই বাড়িতে নকল বিলিতি মদ তৈরির কারখানা চলছিল। ওই কারখানা থেকে বাংলা মদ তৈরি করা হতো বলেও খবর সামনে এসেছে। গোপন সূত্রে জাল মদ তৈরির খবর আবগাড়ি দফতর অভিযান চালায়, আর তাতেই বড়সড় কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁস।

সূত্রের খবর, অভিযুক্ত নিরঞ্জন রায়ের স্ত্রী ওঈউঝ কর্মী। তাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে টোটাল ৬০০ কার্টুন বিলিতি মদ। উদ্ধার হয়েছে মদ তৈরির স্পিরিট, ভ্যাট, মদ বোতলজাত করার যন্ত্রপাতি সহ একাধিক সামগ্রী। সব মিলিয়ে প্রায় ৬ কোটি টাকার জিনিস উদ্ধার করা হয়েছে। এই বিষয়ে তৃনমূলের ময়নাগুড়ি অঞ্চল সভাপতি তথা ময়নাগুড়ি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ বলেন,' নিরঞ্জন রায় নামে কেউ তৃণমূল করতো বলে জানি না। ওই অঞ্চলে বিজেপি অনেক বেশী শক্তিশালী। বিজেপি নেতাদের যোগসাজশেই এই বেআইনি মদের কারখানা রমরমিয়ে চলছিল।' ওদিকে অভিযুক্ত সহ তার বাড়ির সকলেই এখনও পলাতক।

'অল উই ইম্যাজিন অ্যাজ লাইট'-

ভারত-ফরাসি সহ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্র কান-এ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ৭৭তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে। ভারতের দু'জন চলচ্চিত্র নির্মাতা, একজন অভিনেত্রী এবং একজন চিত্র গ্রাহক বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় চলচ্চিত্র উৎসবে সর্বোচ্চ পুরস্কার জিতেছেন। বিশ্বের বৃহত্তম চলচ্চিত্র নির্মাতা দেশ এবং এক সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতারা এ বছর কান-এ বিপুল প্রশংসা অর্জন করেছেন। দু'জন নার্সের জীবনকে কেন্দ্র করে তৈরি পায়েল কাপাডিয়ার চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বোচ্চ সম্মান পাম দিয়র-এর জন্য মনোনীত হয়েছে। ৩০ বছরের মধ্যে এই প্রথম কোনো ভারতীয় চলচ্চিত্র এই সম্মান পেল। পায়েলের ছবিটি দ্বিতীয় স্থানে থেকে 'গ্রাঁ প্রি' পুরস্কার জিতেছে। এফটিআইআই-এর প্রাক্তনী পায়েল কাপাডিয়া প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার পেলেন। ৩০ বছর আগে শাজি এন করুণের 'সোয়াহম' সর্বোচ্চ পুরস্কারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।

ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষরিত অডিও-ভিস্যুয়াল চুক্তির আওতায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক পায়েলের চলচ্চিত্রটিকে সরকারিভাবে ভারত-ফ্রান্স সহ প্রযোজনার স্বীকৃতি দিয়েছে। মহারাষ্ট্রে (রত্নাগিরি ও মুম্বাই) এই ছবিটির শুটিং-এর অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। সহ প্রযোজনা ব্যয়ের ৩০ শতাংশের জন্য এই ছবিটি ভারত সরকারের অন্তর্বর্তী অর্থ সাহায্যের অনুমোদনও পেয়েছে। এফটিআইআই-এর ছাত্র চিদানন্দ এস নায়েক তাঁর 'সানফ্লাওয়ার্স ওয়্যার দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু নো' ছবির জন্য 'লা সিনেফ' বিভাগে প্রথম পুরস্কার জিতেছেন। এটি একটি কন্নড় লোক-কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে নির্মিত ১৫ মিনিটের স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি। এটি এফটিআইআই-এর টিভি উইং-এর এক বছরের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে তৈরি হয়েছে। এখানে পরিচালনা, বৈদ্যুতিন চিত্র গ্রহণ, এডিটিং ও সাউন্ডের একজন করে ছাত্র কাজ করেছেন। ২০২২ সালে এফটিআইআই-এ যোগদানের আগে চিদানন্দ এস নায়েককে ৫৩তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ৭৫ জন সৃজনশীল প্রতিভার অন্যতম হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে উদীয়মান তরুণ শিল্পীদের স্বীকৃতি দিতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এই উদ্যোগ নিয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানসী মাহেশ্বরীর অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র 'বানিহুড' 'লা সিনেফ' বিভাগে তৃতীয় পুরস্কার জিতেছে। এবারের উৎসবে বিশ্বখ্যাত পরিচালক শ্যাম

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎহীন হয়ে রয়েছে বহু এলাকা

বৃষ্টি শুরু হয়েছে জেলায় জেলায়।স্থানীয় বাসিন্দা এবং প্রশাসনিক কর্তারা বলছেন, যে সময় রিমল আছড়ে পড়ে, তখন ভাঁটা চলছিল। সেই কারণেই ঘূর্ণিঝড়ের সময় জলোচ্ছ্বাস হলেও তার জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো গিয়েছে। ফলে এ যাত্রায় সুন্দরবন সহ দুই চব্বিশ পরগণার উপকূলবর্তী এলাকাগুলি বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে, তা বলাই যায়।

ঘূর্ণিঝড় রিমলের দাপটে উত্তর চব্বিশ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সাগর, নামখানার মতো এলাকায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। রাত থেকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল রোষ এবং মুষলধারায় বৃষ্টিতে আতঙ্কের প্রহর গুনেছেন ওই এলাকার মানুষ। অনেকেই বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। অসংখ্য জায়গায় গাছ ভেঙে পড়েছে। হিঙ্গলগঞ্জ, সাগর দ্বীপে মাটরি কাঁচা বাড়ি ভেঙেছে, উড়ে গিয়েছে টিনের চাল। ক্ষতি হয়েছে পানের বরজেরও। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎহীন হয়ে রয়েছে বহু এলাকা।

তবে ঘূর্ণিঝড় রিমলের পূর্বাভাস পাওয়ার পর থেকেই উপকূলবর্তী এলাকার বাঁধগুলির আপতকালীন মেরামতিতে জোর দিয়েছিল প্রশাসন। কারণ অতীতেও আমফান সহ অন্যান্য ঘূর্ণিঝড়ের সময় উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে একের পর এক গ্রাম। এবারেও সেই আশঙ্কাতেই ছিলেন সুন্দরবন সহ দুই চব্বিশ পরগণার নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। তবে নদীতে ভাঁটা থাকায় সেই বিপদ এড়ানো গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত কলকাতায় একজনের মৃত্যু ছাড়া দুই চব্বিশ পরগণায় প্রাণহানিরও খবর নেই।

১-ম পাতার পর

মংলাতে ট্রলার ডুবি

অবশিষ্ট অংশ নিম্নচাপ রূপে। বাংলাদেশের মংলা বন্দর, খুলনা, বরিশাল, সাতক্ষীরাতে ক্ষতির আশঙ্কা সবথেকে বেশি।

এরপর ক্রমশ উত্তর দিকে ফরিদপুর, যশোর, ময়মনসিং, বগুড়া হয়ে ঘূর্ণিঝড় নিম্নচাপ রূপে পূর্ব ভারতের দিকে প্রবেশ করবে। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় রিমলের ল্যান্ডফলের আগেই ভয়ঙ্কর ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটল সেই মংলাতেই।রবিবার সকালে মংলা নদীর ঘাটে অতিরিক্ত যাত্রী তোলার কারণে এই ঘটনা ঘটে।

ডুবে যাওয়া নৌকাটিতে কতজন যাত্রী ছিল তা নিশ্চিত হওয়া না গেলেও ধারণা করা হচ্ছে ৭০ থেকে ৮০ জন হতে পারেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিশুও ছিল বলে জানা গিয়েছে। তাৎক্ষণিক অনেক যাত্রী সাঁতরে পারে উঠতে সক্ষম হন। তারা সবাই মংলার বিভিন্ন কলকারখানায় চাকরি করেন। তবে নদীর পাড়ে ডুবে যাওয়ায় কিছু যাত্রী উঠে গেলেও অনেকের নিঁখোজের আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাদের উদ্ধারে স্থানীয় ডুবুরি দল, ফায়ার সার্ভিস ও কোস্টগার্ডের ডুবুরি দল নদীতে তল্লাশি চালাচ্ছেন।

১-ম পাতার পর

রাজ্যে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এখনও পর্যন্ত ছ'জনের মৃত্যু

মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। সকাল থেকে শহরের বিস্তীর্ণ অংশ জলমগ্ন। বৃষ্টি থামেনি। তাই নামেনি জলও। রেমালের প্রভাবে শহরে ৫০টিরও বেশি গাছ উপড়ে গিয়েছে। ব্যাহত হয়েছে ট্রেন, মেট্রো এবং বাস চলাচল। রাজ্যে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এখনও পর্যন্ত ছ'জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এন্টালিতে রবিবার রাতে বাড়ির কার্নিস ভেঙে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। মৌসুনি দ্বীপে সোমবার সকালে বাড়িতে গাছ ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধার।এ ছাড়া, পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে কলাগাছে জড়ানো তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় বাবা এবং ছেলের। পানিহাটিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আরও এক জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। মহেশতলায় জমা জলে পা দিতেই তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক জনের।

১-ম পাতার পর

১ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর সোমবার সকাল থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হল উড়ান পরিষেবা

দমদমের নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর জলে টইটম্বুর। রানওয়েও জলমগ্ন। তবে তার মধ্যেও উড়ান পরিষেবা স্বাভাবিক করতে তৎপর কর্তৃপক্ষ। আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় সকাল প্রায় সাড়ে ৯টা নাগাদ যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় বিমানবন্দর। পোর্ট ব্লেয়ারে উদ্দেশে ইন্ডিগোর প্রথম যাত্রীবাহী বিমান রওনা হয়েছে বলে খবর। এছাড়া চেন্নাই, কোচি, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদগামী বিমান চলাচলও শুরু হয়েছে। তবে বেশ কিছুক্ষণ দেরিতে চলছে বিমান। আসলে টানা ২১ ঘণ্টা বিমান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় অনেক যাত্রীই সমস্যায় পড়েছিলেন। সকালের বিমান ধরে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছতে তৎপর তাঁরা সকলে।

২ পাতার পর

জম্মু-কাশ্মীরে গত ৩৫ বছরের মধ্যে সাধারণ নির্বাচনে এবারই প্রথম ভোটদানের সর্বোচ্চ হারে ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় রচনা হয়েছে

ভোটদান কেন্দ্রগুলি মিলিয়ে ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৫৮.৪৬ শতাংশ। এই উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ এই অঞ্চলের মানুষের দৃঢ় গণতান্ত্রিক মনোভাব এবং সামাজিক আচরণের প্রমাণ। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এবং অন্য দুই কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার এবং শ্রী সুখবীর সিং সান্ধু কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কর্মী এবং নিরাপত্তা কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জম্মু-কাশ্মীরের ভোটদাতাদের অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার বলেছেন, '২০১৯-এর পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সংখ্যা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধির ওপর এই সাফল্য রচিত হয়েছে, সি-ভিজিল-এ অভিযোগের সংখ্যা থেকে দেখা গেছে নাগরিকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সুবিধা পোর্টালে সভা সমাবেশের জন্য ২,৪৫৫টি আবেদনে প্রতিফলিত হয় মানুষ দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে পূর্ণ মাত্রায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। নির্বাচনে বহুস্তরীয় এই অংশগ্রহণ মনে করিয়ে দেয় কাশ্মীরের বহু প্রসিদ্ধ বয়ন শিল্পের কৃৎকৌশল। এই সক্রিয় অংশগ্রহণ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা। অর্থাৎ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এই রকম ভাবেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।'

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরে ৫টি লোকসভা কেন্দ্র আছে- শ্রীনগর, বারামুলা, অনন্তনাগ, রাজৌরি, উধমপুর এবং জম্মু। ১৯৯৬-তে ভোট পড়েছিল ৪৭.৯৯ শতাংশ, ১৯৯৮-তে ৪৩.৩৫ শতাংশ, ১৯৯৯ ৩০.৮৯ শতাংশ, ২০০৪-এ ৩৪.১১ শতাংশ, ২০০৯-এ ৩৮.৯১ শতাংশ, ২০১৪-য় ৪৯.২১ শতাংশ, ২০১৯-এ ৪৪.৩৭ শতাংশ।

কাশ্মীর উপত্যকার তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৫০.৮৬ শতাংশ, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মানুষের আস্থার প্রমাণ। ২০১৯-এ এই তিনটি কেন্দ্রে ভোট পড়েছিল ১৯.১৬ শতাংশ। অর্থাৎ বৃদ্ধি হয়েছে ৩০ পয়েন্ট। এবারে শ্রীনগরে ভোট পড়েছে ৩৮.৪৯ শতাংশ, বারামুলায় ৫৯.১ শতাংশ এবং অনন্তনাগ-রাজৌরিতে ৫৪.৮৪ শতাংশ, যা গত তিন দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির অন্য দুটি লোকসভা কেন্দ্র উধমপুরে ভোট পড়েছে ৬৮.২৭ শতাংশ এবং জম্মুতে ৭২.২২ শতাংশ। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই ঐতিহাসিক অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছে নির্বাচন এবং নিরাপত্তা কর্মীদের আন্তরিক প্রয়াসে, যাঁরা নিরলসভাবে চেষ্টা করেছেন জম্মু-কাশ্মীরের মানুষ বিশেষ করে যুবাদের ভোটদানে উৎসাহিত করতে। অনেক বেশি সংখ্যায় যুবারা এবার তাঁদের আস্থা স্থাপন করেছেন এবং গণতন্ত্রকে আপন করে নিয়েছেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটদাতাদের অধিকাংশ ১৮-৫৯ বছর বয়সী। দিল্লি, জম্মু এবং উধমপুরের বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে বসবাসকারী কাশ্মীরি পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্যও বিশেষ ভোট কেন্দ্রের ব্যবস্থা করে অথবা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের সুযোগ করে দিয়েছে কমিশন। জম্মুতে ২১টি, উধমপুরে ১টি এবং দিল্লিতে ৪টি বিশেষ ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ২০১৯-এ লাদাখ-কে আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে গঠন করা হয়। সেখানে গণতন্ত্রের আহ্বানে উৎসাহব্যাঞ্জক সাড়া মিলেছে। মোট ভোট পড়েছে ৭১.৮২ শতাংশ। ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরে এসভিইইপি-র অঙ্গ হিসেবে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে রোমাঞ্চকর ক্রীড়া অনুষ্ঠান, আলোচনাচক্র, সচেতনতা সমাবেশ, পথ নাটিকা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ভোট দানের বার্তা ছড়িয়ে দিতে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিটি এলাকা সাক্ষী থেকেছে গণতন্ত্রের উৎসব এবং ব্যালটের জয়ে। যার ফলে রেকর্ড সংখ্যক ভোটদান হয়েছে।

পাগলে কী না বলে!

শয়ে শয়ে ওয়াকফের জমি লুঠ নিয়ে অধীরের অভিযোগের পাল্টা ববি

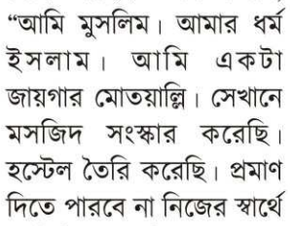

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, কলকাতায় শয়ে শয়ে ওয়াকফ জমি ববি হাকিমের নেতৃত্বে লুঠ হয়েছে। সেগুলো প্রমোটারদের দেওয়া হয়েছে। অধীরের এই অভিযোগের পাল্টা জবাব দিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমও। অধীর যতটা উত্তেজিত হয়ে বলেছেন, ববি ছিলেন ততটাই নরম। তিনি বলেন, "পাগলে কী না বলে ছাগলে কী না খায়। না আমি সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী না ওয়াকফ বোর্ডের সঙ্গে আমার যোগ আছে।" তাঁর কথায়, "আমি মুসলিম। আমার ধর্ম ইসলাম। আমি একটা জায়গার মোতয়াল্লি। সেখানে মসজিদ সংস্কার করেছি। হস্টেল তৈরি করেছি। প্রমাণ দিতে পারবে না নিজের স্বার্থে আমি কিছু করেছি।"

সৌগতকে কাঁচা অভিনেতা বললেন শুভেন্দু, হ্যাবলার বাড়িতে মিটিংয়ের পর থেকেই রাগ?

পাগলে কী না বলে! শয়ে শয়ে ওয়াকফের জমি লুঠ নিয়ে অধীরের অভিযোগের পাল্টা ববি

ফিরহাদ তথা ববি হাকিমের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ করেছে বিজেপি। ধর্মের নামে ভোট চাওয়ার অভিযোগ এনে চিঠি দেওয়া

এরপর ৪ পাতায়

সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদিক

সায়েন্সেস প্রগতি ২০২৪ শুরু করতে চলেছে

নয়াদিল্লি, ২৭ মে, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের অধীন স্বশাসিত সংস্থা সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদিক সায়েন্সেস (সিসিআরএএস) ২৮ মে, ২০২৪-এ নতুন দিল্লির ইন্ডিয়া হ্যাবিট্যাট সেন্টারে 'ফার্মা রিসার্চ ইন আয়ুর্জ্ঞান অ্যান্ড টেকনো ইনোভেশন (প্রগতি-২০২৪)'-র আয়োজন করছে। এই আলোচনা সভায় আলোকপাত করা হবে গবেষণার নানা দিক এবং সিসিআরএএস ও আয়ুর্বেদ ঔষধ শিল্পের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির ওপর। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন আয়ুষ মন্ত্রকের সচিব বৈদ্য রাজেশ কোটেচা। আয়ুর্বেদের উন্নয়নে শিল্পের ভূমিকা নিয়ে তিনি মূল বক্তব্যটি রাখবেন। যুগ্ম সচিব শ্রীমতী কবিতা গর্গ এবং আয়ুষ মন্ত্রকের উপদেষ্টা ডঃ কৌস্তভ উপাধ্যায়ও অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। সিসিআরএএস-এর মহানির্দেশক অধ্যাপক বৈদ্য রবিনারায়ণ আচার্য আলোচনাসভায় পৌরোহিত্য করবেন। জোর দেওয়া হবে গবেষণা, নিরাপদ গুণমান এবং কার্যকরী আয়ুর্বেদ পণ্যের ওপর। এই আলোচনাসভার লক্ষ্য আয়ুর্বেদ বিষয়ক সকল পক্ষের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা ও গবেষক এবং আয়ুর্বেদ ঔষধ শিল্পের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা।

এই আলোচনাচক্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্য : ১. সিসিআরএএস-এর গবেষণা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার।

২. গুণমান নিয়ন্ত্রণ, ঔষধের সাধারণীকরণ, ঔষধের উন্নতি এবং তার বৈধতা নিয়ে সমন্বিত গবেষণার জন্য শক্তিশালী নেটওয়ার্ক স্থাপন।

৩. যাদের নিজস্ব গবেষণাগার আছে এমন শিল্প অংশীদারদের চিহ্নিতকরণ।

৪. ঔষধ প্রস্তুত এবং পণ্যের উন্নয়নে গবেষণার জন্য ক্ষমতা বৃদ্ধি করার সুযোগ-সুবিধার খোঁজ।

৫. স্টার্ট-আপ এবং ইনকিউবেশন সেন্টার তৈরি করতে আয়ুর্বেদ পেশাদারদের সহায়তা করা। আয়ুর্বেদিক ঔষধ শিল্পে উদ্যোগীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা।

আলোচনা সভা হবে চারটি পর্বে।

প্রথম পর্ব:

সিসিআরএএস-এর পণ্য উন্নয়ন উদ্যোগ এবং গবেষক-শিল্পের সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রণকৌশলের ওপর আলোকপাত করা হবে। ৩৫টি পণ্য এবং যন্ত্রপাতি প্রদর্শিত হবে। সেইসঙ্গে দেশজুড়ে সিসিআরএএস-এর ৫টি গবেষণাগার এবং ২৫টি হাসপাতাল পরিষেবার কথা তুলে দেওয়া হবে এই পর্বে। দ্বিতীয় পর্ব:

আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আয়ুর্বেদ ওষুধ প্রস্তুতে প্রতিবন্ধকতা এবং তার মোকাবিলার উপায় নিয়ে আলোচনা হবে।

তৃতীয় পর্ব:

অংশীদারিত্বের জন্য অগ্রাধিকার তালিকা চিহ্নিত করার পাশাপাশি অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যাশা ভাগ করে নেওয়া।

চতুর্থ পর্ব:

এই প্রথম সিসিআরএএস-শিল্প সহযোগিতার জন্য গবেষণার অগ্রাধিকার নিয়ে যৌথ আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হবে।

এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন দেশ জুড়ে থাকা ৩৫টি ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ। হিমালয়, ইমামি, বৈদ্যনাথ, ডাবুর, আইএমপিসিএল, আর্য বৈদ্যশালা, ঔষধী এবং আইএমপিসিওপি-র মতো প্রখ্যাত সংস্থাগুলির কয়েকজন সিইও এতে যোগ দেবেন। এছাড়া সিআইআই, আয়ুষ এক্সিল, পিসিআইএমএইচ এবং এনআরডিসি থেকে আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞরাও এই আলোচনাচক্রে যোগ দিতে নাম নথিভুক্ত করেছেন। সিসিআরএএস-এর আয়ুষ ৬৪, আয়ুষ এসজি, আয়ুষ গুট্টি সহ ৩৫টি ওষুধ এবং তাদের তৈরি তিনটি যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে একটি পুস্তিকা পেশ করা হবে অংশগ্রহণকারী শিল্পের সামনে আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য। প্রগতি ২০২৪-এর সম্ভাব্য লক্ষ্য সম্ভাব্য অংশীদারি শিল্পকে চিহ্নিত করা যারা সিসিআরএএস-এর সঙ্গে কাজ করতে এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান-প্রদান এবং গবেষণাকৃত ফলের ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। এই উদ্যোগ নেটওয়ার্ক এবং প্রতিষ্ঠাগত সংযোগ বৃদ্ধি করবে, যার ফলে উপকৃত হবেন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক এবং রোগীগণ।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৪৪ সংখ্যা ২৮ মে, ২০২৪ মঙ্গলবার ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

'অল উই ইম্যাজিন অ্যাজ লাইট'- ভারত-ফরাসি সহ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্র কান-এ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে

বেনেগালের বিভিন্ন ছবি প্রদর্শিত হয়। মুক্তির ৪৮ বছর পরে এবারের উৎসবে ধ্রুপদী বিভাগে শ্যাম বেনেগালের 'মন্থন' চলচ্চিত্রটি দেখানো হয়। এটি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভে সংরক্ষিত ছিল। এর পুনরুদ্ধার করে ফিল্ম হেরিটেজ ফাউন্ডেশন।

বিখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার সন্তোষ সিবান তাঁর সারা জীবনের অসাধারণ কাজের জন্য এবারের কান উৎসবে মর্যাদাপূর্ণ 'পিয়ার অ্যাঞ্জেনিয়াখ ট্রিবিউট' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনিই প্রথম এশীয় হিসেবে এই সম্মান পেলেন। আরেকজন ভারতীয়, যিনি কান-এ ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, তিনি হলেন অনুসুয়া সেনগুপ্ত। 'দ্য শেমলেস' চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয়ের জন্য 'আন সার্টেন রিগার্ড' বিভাগে তিনি সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন। কোনো ভারতীয় এই প্রথম এই পুরস্কার পেলেন। এফটিআইআই-এর প্রাক্তনী মাইসাম আলির চলচ্চিত্র 'ইন রিট্রিট' অ্যাসিড কান সাইডবার প্রোগ্রামে প্রদর্শিত হয়েছে। ১৯৯৩ সালে অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ডিফিউশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিনেমা পরিচালিত এই বিভাগে এই প্রথম কোনো ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হল। এবারের কান চলচ্চিত্র উৎসব ভারতীয় চলচ্চিত্রের কাছে ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে। ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া - এফটিআইআই-এর কাছেও এবারের উৎসব অবিস্মরণীয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীয় পায়েল কাপাডিয়া, সন্তোষ সিবান, মাইসাম আলি এবং চিদানন্দ এস নায়েক কান-এ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। এফটিআইআই তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনে একটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় একটি সমিতি হিসেবে কাজ করে। 'এক জানালা' অনুমোদন, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনা এফটিআইআই এবং সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের মতো স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রসারে কেন্দ্রীয় সরকার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতকে বিশ্বের কন্টেন্ট হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের বহুমুখী প্রয়াস জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

সম্পাদকীয়

ডব্লিউআইপিও চুক্তি ভারত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে বড় জয়

মেধাস্বত্ত্ব, জিনগত সম্পদ এবং এ সংক্রান্ত প্রথাগত জ্ঞানের বিষয়ে ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশনের চুক্তি ভারত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে এক বড় জয়। বিশেষত, জীববৈচির্ত্যের অফুরান ভান্ডার এবং প্রথাগত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ভারতের কাছে এই চুক্তি বিশেষ স্মরণীয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার যে পদ্ধতি অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে, তা এই প্রথম বিশ্বজনীন আইপি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত হ'ল। এই প্রথম স্থানীয় গোষ্ঠীগুলি এবং তাদের জিনগত সম্পদ ও প্রথাগত জ্ঞানের মধ্যেকার সম্পর্ক বিশ্বের সামনে উদ্ঘাটিত হ'ল। প্রথাগত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং জীববৈচির্ত্যের ভান্ডার হিসেবে ভারত অবশ্য দীর্ঘকাল আগেই এই ঐতিহাসিক অর্জনগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই চুক্তি শুধু যে জীববৈচির্ত্য রক্ষা করবে তাই নয়, পেটেন্ট ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বাড়াবে এবং উদ্ভাবনকে শক্তিশালী করবে। এর মাধ্যমে আইপি সিস্টেম বিভিন্ন দেশ ও সেখানকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতিতে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে পারবে। এই চুক্তি ভারত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে এক বড় জয়। দীর্ঘদিন ধরেই ভারত ও উন্নয়নশীল দেশগুলি এই চুক্তি সম্পাদনের দাবি জানাচ্ছিল। দু'দশক ধরে আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট সবপক্ষের সমর্থনে চুক্তিটি ১৫০টিরও বেশি দেশের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বহুপাক্ষিক মঞ্চে গৃহীত হয়েছে। বহুপাক্ষিক মঞ্চের বেশিরভাগ সদস্যই উন্নত রাষ্ট্র, যারা আইপি তৈরি করে এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য এইসব সম্পদ ও জ্ঞান ব্যবহার করে, তাদের ক্ষেত্রে এই চুক্তি আইপি সিস্টেমের মধ্যেকার পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে এবং জীববৈচির্ত্য রক্ষা করবে। এই চুক্তি অনুসারে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি পেটেন্ট আবেদনকারীদের জিনগত সম্পদের দেশ বা উৎস প্রকাশে বাধ্য করবে। এতে ভারতীয় জিনগত সম্পদ ও প্রথাগত জ্ঞান বাড়তি সুরক্ষা পাবে। এরফলে, জিনগত সম্পদ ও প্রথাগত জ্ঞান প্রদানকারী দেশগুলির জন্য আইপি সিস্টেমের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব কাঠামো তৈরি হবে।

বর্তমানে মাত্র ৩৫টি দেশে এই সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের সংস্থান রয়েছে। তবে, এর মধ্যে বেশিরভাগ দেশেই এটি বাধ্যতামূলক নয়। এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ নিষেধাজ্ঞা বা প্রতিকারও নেই। এই চুক্তির ফলে উন্নত বিশ্ব সহ চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলিকে পেটেন্ট আবেদনকারীদের উৎস প্রকাশ বাধ্যতামূলক করতে বর্তমান আইনি কাঠামোয় পরিবর্তন আনতে হবে। এই চুক্তি সম্মিলিত বিকাশ ও এক সুস্থিত ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতির সূচনা করে, যে ভবিষ্যতের কথা ভারত বহু শতাব্দী ধরে বলে আসছে।

আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে প্রকৃতিপূজা বা ধর্মীয় আচরণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

দখল করে, তখন তারা এ দেশীয়দের কালো, পরাজিত বা চাকর অর্থে হিন্দু নামকরণ করে। সেই অর্থে সকল ভারতীয়েরাই হিন্দু এবং ভারতবর্ষের নাম হিন্দুস্থান হয়। বর্তমানে হিন্দু বলতে শুধুমাত্র বৈদিকধর্মের লোকদেরই বুঝায়। তবেই বৈদিকধর্মের লোকেরা বিদেশীদের দ্বারা হিন্দু নামে অভিহিত হলেও বিদেশাগত আর্য-ব্রাহ্মণেরা নিজেদেরকে প্রথমে হিন্দু বলতে রাজি ছিল না। এদেশীয় বৈদিকধর্মী লোকদের হিন্দু বলে মেনে নিয়ে নিজেদেরকে তারা আর্য-ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিত। তারা নিজেরাই দাবি করত, তারও বিদেশাগত এবং ভারতীয়দের জয় করে এদেশের দখল নিয়েছে। এমনকি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলেও তার প্রচলিত হিন্দুদের জন্য দেয় জিজিয়া করও তারা দিত না। কিন্তু পরবর্তীকালে আর্য-ব্রাহ্মণেরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবার ভয়ে অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্গে তারাও নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। আর যাই হোক বৈদিকধর্ম যুক্তি-বিজ্ঞান বহির্ভূত অলীক কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত, সবটাই যে সত্য তা মনে করা হচ্ছে না। বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার এই ধর্মে সবার উপরে ব্রাহ্মণ রয়েছে বলেই এর এক নাম ব্রাহ্মণ্যধর্ম। এই ধর্মমতে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। বেদ, ব্রাহ্মণ, পুরাণ, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থেই বর্ণবাদের কথা আছে। মূলে চার বর্ণীয় হলেও বর্ণের মধ্যে আবার হাজার হাজার জাতিতে (ছয় হাজারের উপরে) বিভক্ত। এক জাতির অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহাদি বা কোনো সামাজিক ক্রিয়াকর্ম চলে না। এক জাতি অন্য জাতির আহার গ্রহণ করে না। সবকিছুতে বিভেদ। নিম্নর্ণের হিন্দু যতই চরিত্রবান, সদগুণসম্পন্ন হোন না কেন, তিনি কোনো ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হতে পারেন না। ধর্মীয় কাজের অধিকারী একমাত্র ব্রাহ্মণই। এমনকি নিম্নবর্ণের লোকদের বেদ পাঠের অধিকার নেই। বেদ মানতে হবে অথচ পড়া যাবে না কথাটা পরস্পর বিরোধী, তবে এখনকার সময়ে এসব ভেদাভে তার তেমন নেই। ব্রাহ্মণেরা বেদবাক্য বলে যা বলবে তাই মানতে হবে! সত্যমিথ্যা জানার অধিকার কারও নেই, আগেকার দিনের এসব প্রচলন প্রচন্ডই ছিল! আবার এজন্য ব্যবস্থাও করেছে চমৎকার লেখাপড়া শিখে যদি বেদ পড়ে বুজরুকি ধরে ফেলে কেউ, তাই লেখাপড়া শেখাই মানা, প্রাচীনকালের সেই ইতিহাস তুলে ধরলাম!তাই

বঙ্গদেশের নমঃজাতির ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তা হল, নমঃজাতির লোকেরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরা সমস্ত কার্যে পারদর্শী এবং শৌর্যবীর্যে অত্যন্ত উচ্চস্থানে ছিলেন। রাজকার্যে, সেনাবাহিনী ইত্যাদির বীরত্বপূর্ণ পদে তাঁরা অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজারও নমঃজাতির লোক ছিলেন। সেই কারণেই পালরাজাদের রাজ্যচ্যুত হওয়া ও কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক বিজয় সেনের শাসনকালেই নমঃজাতির অধঃপতন শুরু হয় এবং বল্লাল সেনের আমলে তা চূড়ান্তপর্যায় পৌঁছায়। সেনরাজারাই রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে বঙ্গদেশ থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মুছে দিয়েছিল। বল্লাল সেন ঘোষণা করেছিল বাংলার সমস্ত বৌদ্ধরা হয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করবে, নয়তো মৃত্যুকেই বরণ করবে। যারা বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল, তারা শূদ্রবর্ণে ঠাঁই পেয়েছিল। পরবর্তীকালে তারা বৃত্তি অনুযায়ী কায়স্থ, বৈদ্য, রাজবংশী, মাহিষ্য, পৌণ্ড্র, কৈবর্ত, কপালি, তেলি, মালি, ভুঁইমালি ইত্যাদি নামে চিহ্নিত হয়। কিন্তু নমঃজাতির লোকেরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম অর্থাৎ বৈদিকধর্ম গ্রহণ করতে রাজি না হয়ে রাজশক্তির ভয়ে পালিয়ে নদীনালা, খালবিল, জল-জঙ্গলপূর্ণ দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় নেন। বর্তমান কালের যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি জেলা ওই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। নতুন পুনর্বসিত ব্রাহ্মণেরা আগেই তাঁদের বৈদিকিকরণ করতে না পেরে চণ্ডাল গালি দিয়ে অস্পৃশ্য করে রেখেছিল। রাজা বল্লাল সেন ক্রোধভরে তাঁদের চণ্ডাল নামকরণ পাকাপাকি করে চিরস্থায়ী ভাবে অস্পৃশ্য করে রাখার বন্দোবস্ত করে।তবে হিন্দু সনাতন ধর্মের ইতিহাস না লিখলে এই লেখাটি আজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকে জড়িয়ে হিন্দু বা সনাতন ধর্ম।সিন্ধু থেকে হিন্দু শব্দটি এসেছিল এটা আমরা বহুকাল ধরে বলে আসছি। তাই হিন্দু শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে একটু উপলব্ধি করায় আমাদের কর্তব্য।আর্য-পূর্ব ভারতে প্রাচীন কাল থেকেই এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেই সভ্যতা সিন্ধুসভ্যতা বা মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পা সভ্যতা নামে পরিচিত। তখনকার লোকেরা প্রকৃতি-পূজারী ছিলেন। তখন স্বাভাবিক নিয়মে ন্যায়-নৈতিকতা ও সাম্যের ভিত্তিতে যে ধর্ম গড়ে ওঠে, সেই ধর্মই ছিল আদি "সনাতনধর্ম"। সেই ধর্মে কোনো বর্ণভেদ ছিল না, জন্মগত কারণে কেউ উঁচু, কেউ নীচু ছিলেন না। সেই যুগে অনেক জ্ঞানীগুণী লোকের জন্ম হয়েছিল। তাঁরাই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও মানবিক উন্নতিকল্পে ধর্মীয় নিয়মকানুন নির্দিষ্ট করতেন। তাঁদের 'বুদ্ধ' বলা হত। আর্য-পূর্ব ভারতে এরকম সাতাশজন বুদ্ধের কথা জানা যায়।

আর্যরা ভারতে এসে মূলনিবাসী ভারতীয়দের সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়। তাঁদের সম্পত্তি দখল করে নেয়। ন্যায়-নৈতিকতা ও সাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সনাতনধর্মকে তছনছ করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সূত্রপাত করে। ওই সময় ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধর্মগ্রন্থ বেদ রচনা করা হয়। এই জন্য ওই ধর্মকে বৈদিকধর্মও বলা হয়। সেই ধর্মে উচ্চ-নীচ ক্রমানুসারে বর্ণবিভাগ করে সমাজে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করা হয়। বর্ণগুলি হল যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। শূদ্রদের মধ্যে আবার বহু জাতপাতের সৃষ্টি করা হয়। অনেককে অস্পৃশ্যও করা হয়। সকল বর্ণ ও জাতের মধ্যে কর্মবিভাগ করে বিভিন্ন অধিকার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের সম্পত্তি, শিক্ষা ও অন্যান্য সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে তাঁরা অমানবিকতার শিকার হয়ে মনুষ্যেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় হন।তবে বুদ্ধধর্ম কথাটি না লিখলে এলাকাটি আজ হয়তো সম্পন্ন হতো না।

গৌতমবুদ্ধের ধর্মমত "বৌদ্ধধম্ম" প্রচারিত হলে ওই ধর্মের ন্যায়-নৈতিকতা, সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার উদারতা দেখে অধিকাংশ ভারতবাসী মুগ্ধ হন। ভারতের বিভিন্ন রাজবংশ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলে অধিকাংশ ভারতবাসী বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতসম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ওই ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। ফলে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া ক্ষমতা ও অধিকার ভোগের সমাপ্তি ঘটে এবং দেশে আবার ন্যায়-নৈতিকতা ও সামাজিক সাম্য ফিরে আসে।সম্রাট অশোকের শাসনকালে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হলে ব্রাহ্মণদের সমাজে সর্বোচ্চ আসনে থাকা ও একচেটিয়া অধিকার ভোগ করার সুবিধা না থাকায় ব্রাহ্মণ্যধর্মও অবদমিত অবস্থায় থাকে। ফলে ব্রাহ্মণেরা রাগে ফুঁসতে থাকে। কিন্তু রাজশক্তির ভয়ে তাদের কিছু করার ছিল না। অবশেষে সম্রাট অশোকের বংশধর বৃহদ্রথকে হত্যা করে ব্রাহ্মণ সেনানায়ক পুষ্যমিত্র মগধের সিংহাসন দখল করলে বহুদিন মাথা নত করে থাকা ব্রাহ্মণ্যধর্ম আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রাজ্যলাভের পর পুষ্যমিত্র বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড এবং উৎকট নির্যাতনের অভিযান চালায়। দেশে বৌদ্ধধর্ম পালনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এজন্য সে সমস্ত বৌদ্ধভিক্ষুদের হত্যা করার আদেশ দেয় এবং প্রতিটি বৌদ্ধভিক্ষুর মাথার বিনিময়ে একশো স্বর্ণমূদ্রা ঘোষণা করে। ফলে বহু বৌদ্ধভিক্ষু মারা পড়েন এবং বাকিরা নেপাল, ভুটান ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় পালিয়ে যান। এভাবেই ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতন হয়। ইতিহাস যা বলছে ভারতবর্ষের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটলেও একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বঙ্গদেশ বা বাংলা। পালরাজাদের শাসনকাল পর্যন্ত সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অটুট ছিল। কেননা পালরাজারা নিজেরাই ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। পালরাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে কর্ণাটকের ব্রাহ্মণ রাজা বিজয় সেন বঙ্গদেশ দখল করলে সেখানেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিস্তার শুরু হয়। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের সহায়তায় বাংলায় সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণদের বঙ্গদেশে এনে ভূমি দিয়ে, বৃত্তি দিয়ে বসানো হত, যাতে তারা আর্যবর্জিত বঙ্গদেশে বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ধীরে ধীরে তাদের সে প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করে। রাজা বিজয় সেনের আমলে সমগ্র বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।তবে পুষ্যমিত্রের রাজ্যলাভের পর ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরায় আরও কঠোর অবস্থান নিয়ে ফিরে আসে। ওই সময় পুষ্যমিত্রের আদেশে সুমতি ভার্গব নামক এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক নতুন করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংবিধান কুখ্যাত মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি লেখা হয়। চতুর্বর্ণ ও জাতপাত প্রথা আরও কঠোর অবস্থানে ফিরে আসে। পুনরায় মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণেরা সবার উপরে থেকে সমস্ত অধিকার ভোগ করতে থাকে এবং সমাজের অধিকাংশ লোক শূদ্র এবং কিয়দংশ অস্পৃশ্য হয়ে অধিকারহীন অবস্থায় দুর্বিসহ জীবনযাপন করতে থাকেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

নবাব একথার সত্যতা বিচারের জন্য লোক পাঠালেন। তাঁরা ফিরে এসে নবাবকে জানালেন, রামজীবন সত্য কথাই বলেছেন। তাঁর সত্যবাদিতায় খুশি হয়ে নবাব সব খাজনা মকুব করে রামজীবনকে রেহাই দিলেন।অন্যদিকে প্রায় আজ থেকে দুশো দুই বছর আগেকার ইতিহাস কি বলছে সেটি আমাদের অনেকেরই জানা, অনেকের অজানা। তবে এমন তথ্য উঠে এসেছে সে প্রসঙ্গে এই লেখাতেই উল্লেখ করছি।

ক্রমশঃ

২ পাতার পর

পাগলে কী না বলে! শয়ে শয়ে ওয়াকফের জমি লুঠ নিয়ে অধীরের অভিযোগের পাল্টা ববি

হয়েছে কমিশনের দফতরে। এ ব্যাপারে এদিন অধীর চৌধুরীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "ওখানকার যিনি মেয়র আগে নিজেকে মুসলমান মনে করেন। তার পর ভারতীয় মনে করেন, তার পর নিজেকে ভোটার মনে করেন। ওঁর কথা আর কী বলব!" এর পরই অধীর বলেন, "কলকাতার বুকে শয়ে শয়ে ওয়াকফ সম্পত্তি এই মেয়রের নেতৃত্বে লুঠ হয়েছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, লুঠ হয়েছে লুঠ হয়েছে লুঠ হয়েছে"। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আরও বলেন, "তিনি কত বড় মুসলমান তা মুসলমান সমাজের সকলেই জানেন। তিনি মুসলমানের অভিনয় করেন। ভোটের বাজারে দিদির হয়ে দালালি করেন। তিনি মুসলমান সমাজের জন্য কিছু করেননি সেটা মুসলমান সমাজ ভাল করে জানে। তা যদি করতেন তা হলে কলকাতার বুকে শয়ে শয়ে ওয়াকফ সম্পত্তি লুঠ হত না। প্রমোটারদের হাতে চলে যেত না"।

জবাবে ববি বলেন, "ইসলাম অবশ্যই আমার ধর্ম। কিন্তু ধর্মকে আমি রাস্তায় নামাইনি।" মেয়রকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি কি মানহানির মামলা করবেন? ফিরদাহ হাকিম বলেন, "না না এই সব রাজনৈতিক কচকচানির মধ্যে আমি ওসব আনতে চাই না। আমি ওনার ওখানে গিয়ে প্রচারে যা তা বলেছিলাম। হয়তো সে কারণেই এ সব বলছেন। উনি প্রমাণ দেখান তার পর আইনি ব্যাপার দেখা যাবে।" তাঁর কথায়, "আমি বলব, অধীরবাবুর মানসিক ভাবে সুস্থ থাকুন। ভাল থাকুন। হেরে গেলেও রাজনীতি ছাড়বেন না। অনেক পুরনো নেতা।"

পর্যবেক্ষকদের মতে, ববির কথাতেই পরিষ্কার যে তিনি বিতর্ক বাড়াতে চাইছেন না। তিনি মনে করছেন, অধীর এসব কথা বলে রাজনৈতিক আক্রমণ করেছেন। আপাতত রাজনৈতিক ভাবেই তার জবাব দিতে চেয়েছেন মেয়র।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

কঙ্গনা রনৌতের 'এমার্জেন্সি'র মুক্তি ফের পিছলো, বারবার কেন সিদ্ধান্ত বদল বিজেপি প্রার্থীর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সমালোচক মহলের ধারণা, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জীবনের অংশবিশেষ নিয়ে নির্মিত ছবি ফ্লপ হওয়ার আশঙ্কায় বারবার তারিখ বদল হচ্ছে।

কঙ্গনা রনৌতের 'এমার্জেন্সি'র মুক্তি ফের পিছলো, বারবার কেন সিদ্ধান্ত বদল বিজেপি প্রার্থীর

'এমার্জেন্সি' চলচ্চিত্রে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে কঙ্গনা রনৌত।

দ্য ওয়াল ব্যুরো: কঙ্গনা রনৌত অভিনীত 'এমার্জেন্সি' চলচ্চিত্রের মুক্তি ফের পিছিয়ে গেল। লোকসভা ভোটের ব্যস্ততা এবং ফলপ্রকাশের পরবর্তী কাজের দিকে তাকিয়ে ছবির মুক্তি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে বলে কঙ্গনা রনৌতের 'এমার্জেন্সি'র প্রযোজনা সংস্থা জানিয়েছে। যদিও হিমাচল প্রদেশের মান্ডি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কঙ্গনা রনৌতের ভক্ত ও সমালোচক মহলের ধারণা, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জীবনের অংশবিশেষ নিয়ে নির্মিত ছবি ফ্লপ হওয়ার আশঙ্কায় বারবার তারিখ বদল হচ্ছে।

'এমার্জেন্সি' ছবিতে মুখ্য চরিত্র ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কঙ্গনা রনৌত। তিনি ছাড়াও ছবিতে রয়েছেন অনুপম খের, মহিমা চৌধুরি, মিলিন্দ সুমন, শ্রেয়স তালপাড়ে, বিশাখ নায়ার এবং প্রয়াত সতীশ কৌশিক। রেণু প্রীতি ও কঙ্গনার প্রযোজিত মণিকর্ণিকা ফিল্মস ছবির নির্মাতা। নেপথ্যে রয়েছে জি স্টুডিওজ।

মণিকর্ণিকা ফিল্মস প্রোডাকশনের তরফে ১৫ মে এক্স পেজে একটি আপডেট দিয়ে ছবির মুক্তি পিছিয়ে দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে, আমাদের রানি কঙ্গনা রনৌতের জন্য আমাদের হৃদয় ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। তিনি এখন দেশ ও জাতির সেবাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। দেশের সেবায় তিনি দায়বদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। সে কারণে 'এমার্জেন্সি'র মুক্তির তারিখ স্থগিত রাখা হল।

আরও বলা হয়েছে, এমার্জেন্সির মুক্তির দিন খুব শীঘ্রই জানানো হবে। উল্লেখ্য, এই ছবির মুক্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টালবাহানা চলছে। এর আগে ২০২৩ সালের ২৪ নভেম্বর মুক্তির দিন ঠিক ছিল। ছবিটির কাহিনি ও পরিচালনা করেছেন কঙ্গনা রনৌত নিজে। সর্বশেষ আগামী ১৪ জুন মুক্তির দিন ধার্য করা হয়েছিল।

এদিকে, নেট দুনিয়ার বোদ্ধারা এই পোস্ট নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি। তাঁদের অনেকেই লিখেছেন, আসলে কঙ্গনা রনৌত বুঝে গিয়েছেন যে ভোটে তিনি হারছেন। ফলে ৪ মে ভোটের ফল প্রকাশের পর ১৪ মে মুক্তির দিন পিছিয়ে দেওয়া হল। কঙ্গনা চাইছেন না, ভোটে বিপর্যয়ের পর অভিনয় জগতেও বিপর্যয় নেমে আসুক। সেই অস্বস্তি কাটাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এত পরিশ্রমের পরও কটু কথা কষ্ট দেয়, সবকিছু অর্থহীন মনে হয়: জাহ্নবী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বর্তমানে বলিউডে যে ক'জন তারকা সন্তান অভিনয় করছেন তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীদেবীকন্যা জাহ্নবী কাপুর। ইতোমধ্যে পায়ের নিচের মাটি খানিকটা শক্ত করেছেন তিনি। শুরু থেকেই মা শ্রীদেবীর সঙ্গে তুলনা টানা হতো জাহ্নবীর। এমনকি তাঁকে নানাভাবে কটাক্ষও করা হতো। সে সময় মানসিকভাবে ভেঙে পড়তেন তিনি। তবে এখন তিনি এসব নিয়ে বাঁচতে শিখেছেন। 'মিলি', 'বাওয়াল', 'গুঞ্জন সাক্সেনা: দ্য কারগিল গার্ল', 'গুডলাক জেরি'র মতো ছবিতে অভিনয়ের পর তাঁর কদর আরও বেড়েছে। নিজের প্রতিভা প্রমাণের সুযোগ পেয়েছেন।

কিছুদিন আগেই এক বিবৃতিতে মায়ের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে জাহ্নবী বলেন, 'মাম্মার [শ্রীদেবী] মতো কেউ বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠতে পারবেন না। তাঁর যা উচ্চতা, সেই উচ্চতায় কেউ পৌঁছাতে পারবেন বলে আমি মনে করি না। তাই দয়া করে আমাকেও রেহাই দিন।'

ক্যারিয়ারের শুরুতে মানুষের কটু কথায় মন খারপ হতো জাহ্নবীর। তবে এখন অনেকটাই সামলে নিতে শিখেছেন। এর পরও মাঝেমধ্যে যে মন খারাপ হয় না, তা নয়। এ অভিনেত্রী বলেন, 'এত পরিশ্রমের পরও কটু কথা আমাকে কষ্ট দেয়। আমার রক্ত, ঘাম ঝরানো পরিশ্রম অর্থহীন বলে মনে হয়। কিছু মানুষের তির্যক মন্তব্য শুনে মন অশান্ত হয়ে ওঠে। তবে ইতিবাচক সমালোচনাকে সব সময় সম্মান জানাই।'

আগামী শুক্রবার মুক্তি পাচ্ছে এই অভিনেত্রীর নতুন সিনেমা 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি'। শরণ শর্মা পরিচালিত এই সিনেমায় তিনি অভিনয় করেছেন রাজকুমার রাওয়ের সঙ্গে। এই ছবিতে এক উঠতি ক্রিকেটারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন জাহ্নবী। সম্প্রতি ছবির ট্রেলার প্রকাশ্যে এসেছে। অনুরাগীদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে এই ট্রেলার। এই চরিত্রের জন্য বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে জাহ্নবীকে।

জাহ্নবী বলেন, 'এই ছবির জন্য আমি প্রচুর পরিশ্রম করেছি। 'মিলি' ছবির প্রচারণার সময় এই ছবির জন্য ক্রিকেটের প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে দিয়েছিলাম। প্রায় দুই বছর প্রশিক্ষণ নিয়েছি। শরণ (পরিচালক) এই ছবিতে কোনো ভিএফএক্স ব্যবহার করেননি। তিনি চেয়েছিলেন ক্রিকেটের দৃশ্যগুলো বাস্তব দেখাতে। পর্দায় যেন আমাকে প্রকৃত ক্রিকেটারের মতো দেখতে লাগে তাই টানা পরিশ্রম করেছি। ট্রেনিংয়ের সময় অনেক চোট পেয়েছি। আমার দুই কাঁধের হাড় সরে গিয়েছিল। এতটাই কষ্ট হয়েছিল মাঝেমধ্যে ভেবেছিলাম ছবিটি ছেড়ে দেই।'

নিজের সম্পর্কে খুব বেশি খোলামেলা কথা বলেন না অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর। তবে বলিউডে কান পাতলেই শোনা যায়, শিখর পাহাড়িয়ার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন শ্রীদেবীকন্যা। আকারে-ইঙ্গিতে অবশ্য জাহ্নবী নিজেও বুঝিয়েছেন, শিখরের সঙ্গেই প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ তিনি। তবে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শিখরকে নিয়ে জাহ্নবী বললেন, 'আমার যখন ১৫-১৬ বছর বয়স, তখন থেকে ও আমার সঙ্গে আছে। আমার স্বপ্নগুলো ও নিজের করে নিয়েছে। ওর স্বপ্নগুলোও আমি আমার নিজের স্বপ্ন করে তুলেছি। আমরা পরস্পরের খুব কাছের। আমরা সব সময় পরস্পরের পাশে এমনভাবে থেকেছি যেন আমরাই পরস্পরকে বড় করে তুলেছি।'

অমিতাভের বিরহে নেশায় আসক্ত হয়েছিলেন রেখা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের একসময়ের জনপ্রিয় জুটি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন ও অভিনেত্রী রেখা। এই দুই তারকার প্রেম ছিল শোবিজাঙ্গনের অন্যতম আলোচিত খবর। সিনেমায় অভিনয় থেকে শুরু, একপর্যায়ে একসঙ্গে সংসার করার স্বপ্নও দেখেন এই জুটি। যদিও অমিতাভ কখনোই রেখার সঙ্গে প্রেম নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলেননি। তবে অভিনেত্রীর মুখে একাধিকবার শোনা গেছে, অমিতাভের প্রতি তার ভালোবাসার গল্প। সেসব নিয়ে সংবাদের শিরোনামও কম হয়নি। শোনা যায়, অমিতাভকে বিয়ে করতে না পারার কষ্টে একটা সময় মদ্যপানে আসক্ত হন রেখা, নিয়মিত ড্রাগসও নিতেন। পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলেন এই অভিনেত্রী। শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন নিজেকে। রেখার মুখেও শোনা গেছে সেই গল্প। প্রচণ্ড ভালোবেসেছিলেন অমিতাভ বচ্চনকে। যখন এই অভিনেতা আরেক অভিনেত্রীর গলায় মালা দেন, তখন রেখার জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছিল। কারণ স্বপ্ন দেখেছিলেন, অমিতাভের সঙ্গে সংসারটা তিনিই করবেন। দুর্দান্ত এক অভিনয় ক্যারিয়ারের হাতছানি থাকা সত্ত্বেও নিজেকে ক্যামেরার সামনে হাসিমুখে ফ্রেমবন্দি করতে পারছিলেন না রেখা। স্বীকার করেছিলেন, নিজেকে তিলে তিলে শেষ দেওয়ার সিদ্ধান্তেই নিয়েছিলেন। রেখা বলেছিলেন, ঠিক সেই সময় তিনি কীভাবে পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন বুঝতেই পারেননি। যে কারণে আরো অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিলেন। একটা সময় পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে শুরু করেন। মদ্যপান, ড্রাগসের নেশা কাটিয়ে ওঠেন। ঘুরে দাঁড়ান নিজের জীবন নিয়ে নতুন করে। তবে আজও নাকি অমিতাভকে ভালোবাসেন রেখা। এমনকি গুঞ্জন আছে, অমিতাভ বচ্চনের নামেই সিঁথিতে সিঁদুর পরেন এই নায়িকা।

কান উৎসবে বলিউডের অদিতি, প্রশংসায় ভাসালেন শুভকে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' সিনেমা নিয়ে কথা বলেন বলিউডের এই অভিনেত্রী। এসময় 'বাংলাদেশের অভিনেতা আরিফিন শুভর অভিনয় মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন হীরামন্ডি' নায়িকা।

অদিতি রাও হায়দারি জানিয়েছেন, 'আমি সত্যি সেভাবে বাংলা সিনেমা দেখিনি। তবে সম্প্রতি আমি মুজিব সিনেমা দেখেছি, গল্প ইনক্রেডিবল ও আরিফিন শুভর অভিনয় অবিশ্বাস্য, সত্যিই অবিশ্বাস্য। তার সঙ্গে আলাপকালে কাজে আমি খুবই খুশি। আমি তার কাজে অনেক প্রভাবিত।'

এবারের কান উৎসবে যোগ দিয়ে নাসিরুদ্দীন শাহও প্রশংসায় ভাসিয়েছেন আরিফিন শুভকে।

বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ প্রযোজনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীনির্ভর 'মুজিব : একটি জাতির রূপকার' সিনেমা গেল বছরের ১৩ অক্টোবর দেশজুড়ে মুক্তি পেয়েছে।

নকল 'অমিতাভ বচ্চন' মারা গেছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের 'ডুপ্লিকেট' ফিরোজ খান মারা গেছেন। শাহেনশাকে কপি করেই নাম-খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ফিরোজ। অবিকল বিগ বি-র মতো চুল, তার মতো দাড়ি! পোশাক-আশাক থেকে চলন-বলন সবেতেই অমিতাভ বচ্চনকে নকল করতেন প্রয়াত অভিনেতা। অমিতাভের মিমিক্রি করে চর্চায় উঠে আসা ফিরোজ বৃহস্পতিবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আচমকাই মারা যান। সম্প্রতি তিনি অভিনয় করছিলেন সোনি সবের কমেডি জঁর সিরিয়াল 'ভাবিজি ঘর পর হ্যায়'তে। তার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা টিম।

ফিরোজ খান শুধু অমিতাভকে নকল করতেন না, তিনি ছিলেন অমিতাভের অন্ধ ভক্ত। সেই কারণেই হয়ত অমিতাভের সমস্ত ছবির সংলাপ গড়গড়িয়ে বলে চলতেন। কখনও কুলি তো কখনও জঞ্জিরের হিট সংলাপের ভিডিয়ো সোশ্যালে আপলোড করে কুড়োতেন ভক্তদের প্রশংসা।

ইনস্টাগ্রামে তার ফলোয়ার সংখ্যা লক্ষাধিক। শুধু ভাবিজি ঘর পর হ্যায় নয়, 'জিজাজি ছাদ পর হ্যায়' 'সাহেব বিবি অউর বস', 'হাপ্পু কি উলটান পালটান', 'শক্তিমান'-এর মতো সিরিয়ালেও অভিনয় করেছেন এই 'ডুপ্লিকেট অমিতাভ বচ্চন'। আদনান স্বামীর জনপ্রিয় মিউজিক ভিডিও 'থোড়ি সি তো লিফট করাদে' সহ বেশকিছু হিন্দি ছবিতেও দেখা মিলেছে তার। দক্ষ মিমিক্রি আর্টিস্ট ছিলেন ফিরোজ। অমিতাভ বচ্চনের পাশাপাশি, শাহরুখ খান, ধর্মেন্দ্র, সানি দেওলের মতো তারকাদেরও নকল করার জন্য কুড়িয়েছেন দর্শকদের ভালোবাসা। তার আচমকা মৃত্যুর খবরে শোকস্তব্ধ অনুরাগীরা। জানা গিয়েছে, শেষ সময়ে বদায়ুঁতে ছিলেন ফিরোজ। সেখানেই বেশকিছু ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। গত ৪ মে বদায়ুঁর এক ক্লাবে পারফর্ম করেন তিনি, কে জানতো এটাই হবে তার শেষ পারফরম্যান্স!

জানিয়ে রাখি, অমিতাভ এখন ব্যস্ত দক্ষিণী সুপারস্টার রজনীকান্তের সঙ্গে 'বেট্টায়ন'-এর কাজ নিয়ে, ৩৩ বছর পর এই ছবির হাত ধরে ফের একসঙ্গে শাহেনশা ও থালাইভা। টিজে জ্ঞানভেল পরিচালিত এই ছবি মুক্তি পাবে রজনীকান্তের ৭৩তম জন্মদিনে। ছবির সেট থেকে দুই সুপারস্টারের ছবি রীতিমতো ভাইরাল। এর আগে, তারা আন্ধা কানুন (১৯৮৩) এবং গ্রেফতার (১৯৮৫)-এর মতো ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তারা। তাদের একসঙ্গে শেষ ছবি ছিল হাম, যা ১৯৯১ সালে মুক্তি পেয়েছিল। এছাড়াও প্রভাস, দীপিকা পাড়ুকোন ও কমল হাসানের সঙ্গে সাই-ফাই ছবি 'কল্কি ২৮৯৮' ছবিতে দেখা যাবে অমিতাভকে। ২০২৪ সালের ২৭ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ছবিটি। এটি ভবিষ্যতে সেট করা একটি পৌরাণিক কাহিনী-অনুপ্রাণিত এই সাই-ফাই এক্সট্রাভাগানজা পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন নাগ অশ্বিন।

কোপায় তাদের ঘিরে বাড়ছে কৌতূহল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মনের ক্যানভাসে কল্পনার রংতুলিতে কত কী আঁকছে লোকে! কোপা আমেরিকা বলে কথা! বিশ্বকাপের পর যে আসর নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের উন্মাদনা থাকে তুঙ্গে। শত হোক মেসি-নেইমারদের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই, ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার দ্বৈরথ। যুগ যুগ ধরে যে প্রতিযোগিতার আগে ছড়ায় সৌরভ। প্রতি আসরেই থাকে নানা চমক। এবারও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই শুরু জল্পনাকল্পনা। যার মধ্যে এবার প্রতিটি দলেই থাকবে একাধিক তরুণ খেলোয়াড়। যাদের ঘিরে আলোচনার শেষ নেই। কেউ এখনও জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়াননি, কেউ আবার একটি ম্যাচ খেলেছেন। এমন তরুণদের ভিড়ে তিন ফেভারিট ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা আর উরুগুয়ের তিন তরুণকে নিয়ে একটু বেশিই কৌতূহল। তাদের কে কেমন করবেন, কে মূল একাদশে থাকতে পারেনু এমন বিচার-বিশ্লেষণ করছেন ফুটবলবোদ্ধারাও।

যাদের মধ্যে ইভানিলসনকে নিয়ে বেশি হইচই। ব্রাজিলের ঘোষিত কোপা আমেরিকার স্কোয়াডে তাঁর নাম দেখা মাত্রই আলোচনার ঝড় ওঠে। কে এই ইভানিলসন। তবে আলোচনা হওয়াটা স্বাভাবিক। পোর্তোতে খেলা এই সেন্টার ফরোয়ার্ড এরই মধ্যে বল পায়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছেন। চলমান মৌসুমে ২৪ গোলের পাশাপাশি ৬ গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন। কোপায় হয়তো শুরুর একাদশে তাঁকে রাখবেন না ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়র। কারণ, তাঁর পজিশনে এনড্রিকের থাকা অনেকটাই নিশ্চিত। তবে পুরো সময় যে এনড্রিক খেলবেন কিংবা প্রতি ম্যাচেই যে তিনি ফর্মে থাকবেন তেমনটা নয়। এদিকে আর্জেন্টিনার তরুণ মিডফিল্ডার ভ্যালেন্টিন কার্বোনিকে নিয়েও কম কানাঘুষা হচ্ছে না। পাওলো দিবালার না থাকা, এর পর দলটির অ্যাটাকিং মিডফিল্ডে বাড়তি কৌশল হিসেবেই লিওনেল স্কালোনি কার্বোনিকে যুক্ত করেছেন। হয়তো কোপা আমেরিকার দলেও জায়গা হতে পারে তাঁর। আর সেলসোর বদলি হিসেবে কার্বোনিকে ব্যবহার করতে পারেন স্কালোনি। তবে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার তুলনায় উরুগুয়েও এবার কোনো অংশে পিছিয়ে থাকার কথা না। দীর্ঘদিন ট্রফি খরায় ভোগা দলটি এবার কোমর বেঁধেই নামতে চায়। সেজন্য প্রাথমিক স্কোয়াডের প্রতিটি বিভাগে রাখা হয়েছে একাধিক অস্ত্র। যার মধ্যে তরুণ ফোন্সেকা হতে পারেন তাদের তুরুপের তাস। মাঝমাঠ সামলে ডিফেন্সে অবদান রাখা ফোন্সেকা এরই মধ্যে রিভার প্লেটে সবার নজর কেড়েছেন।

ক্রিকেটকে বিদায়

জানাচ্ছেন কার্তিক?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আইপিএলের এবারের আসরের পর ক্রিকেটকে পুরোদমে বিদায় জানাবেন দীনেশ কার্তিক- ইঙ্গিত ছিল পরিষ্কার। গতকাল বুধবার হয়ে গেল সেটা। রাজস্থান রয়্যালসের কাছে হারের দিনে নিশ্চিত হয়েছে ১৭ বছরের ক্যারিয়ার শেষ করছেন কার্তিক।

এলিমিনেটরে হেরে আরও একটা মৌসুম হতাশায় শেষ করেছে আরসিবি। তাতেই বিদায় নিশ্চিত হয়েছে এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের। অবশ্য ঘোষণাটা কার্তিক নিজে দেননি। স্টার স্পোর্টসের ব্রডকাস্টাররা নিশ্চিত করেছে এটিই ছিল পেশাদার ক্রিকেটে তার শেষ ম্যাচ। চার উইকেটে ম্যাচ হারের পর কার্তিককে জড়িয়ে ধরে বিদায় নেন বিরাট কোহলি, ফাফ ডু প্লেসি, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলরা। গার্ড অব অনার দেয়া হয়েছে পুরো দলের পক্ষ থেকে। সেখানে বেশ আবেগী দেখা গিয়েছে তাকে। তাছাড়া তিনি নিজেও সমর্থকদের কাছ থেকে যেভাবে বিদায় নিয়েছেন, তাতে অবসরের জন্য আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণার দরকার হয় না।

নিজের শেষ ম্যাচটা অবশ্য খুব একটা বলার মতো কিছু করতে পারেননি কার্তিক। বুধবারের ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে এলিমিনেটরে ১৩ বলে ১১ রান করে আউট হন তিনি। দলের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জ্বলে উঠতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফিল্ডিং করতে নেমে যশস্বী জায়সাওয়ালের ক্যাচ ধরার পাশাপাশি সাঞ্জু স্যামসনকে স্টাম্পিং করেছেন।

কোপা আমেরিকায়

কনকাশন বদলির নিয়ম চালু

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আসছে কোপা আমেরিকায় কনকাশন বদলির নিয়ম চালু করেছে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল কনফেডারেশন (কনমেবল)। কোনো ফুটবলারের মাথায় আঘাতের ক্ষেত্রে বাড়তি বদলি নামাতে পারবে দলগুলো।

যুক্তরাষ্ট্রে আগামী ২০ জুন থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত হবে দক্ষিণ আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের আসর। মঙ্গলবার কনমেবল জানায়, কোপা আমেরিকার পর তাদের অন্যান্য টুর্নামেন্টেও কার্যকর হবে কনকাশন বদলির নিয়ম।

এমনিতে ম্যাচে পাঁচ জন বদলির নিয়ম আছে এখন। এছাড়াও কোনো ফুটবলার মাথায় আঘাত পেলে ষষ্ঠ বদলি নামানো যাবে। এজন্য রেফারি বা চতুর্থ অফিসিয়ালকে অবহিত করতে হবে এবং একটি গোলাপী কার্ড ব্যবহার করা হবে।

মাথায় আঘাতের বেশ কিছু ঘটনার পর ফুটবলে কনকশন বদলি ব্যবহারের আহ্বান জানায় কয়েকটি দাতব্য সংস্থা। ফুটবলের নিয়ম তৈরির সংগঠন আইএফএবি মার্চ মাসে ফুটবলের আইনে সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তবে নিয়মটি বাস্তবায়নের ভার প্রতিটি প্রতিযোগিতার আয়োজকদের ওপর ছেড়ে দিয়েছে তারা।

পাকুয়েতার বিরুদ্ধে

ফিক্সিংয়ের অভিযোগ গঠন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলের মিডফিল্ডার লুকাস পাকুয়েতার বিরুদ্ধে বেটিং আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) বৃহস্পতিবার এক বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এফএ বিবৃতি দিয়ে বলেছে, 'পাকুয়েতা বেটিংয়ের বাজার প্রভাবিত করতে এবং কিছু ব্যক্তিকে লাভবান করতে ইচ্ছাকৃত হলুদ কার্ড দেখেছেন এমন একটি অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।'

এফএ অভিযোগ গঠন করায় বিস্মিত হয়েছেন পাকুয়েতা। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করায় আমি বিষণ রকম বিস্মিত এবং হতাশ হয়েছি। গত নয়টা মাস আমি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এফএ যখন যেভাবে বলেছে সহায়তা করেছি। প্রক্রিয়া চলমান থাকায় আর বেশি কিছু বলতে পারছি না।'

এফএ অভিযোগ এনেছে, পাকুয়েতা ২০২২ সালের ১২ নভেম্বর লেস্টার সিটির বিপক্ষে, ২০২৩ সালের ১২ মার্চ অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে, ২০২৩ সালের ২১ মে লিডসের বিপক্ষে এবং ২০২৩ সালের ১২ আগস্ট বোর্নামাউথের বিপক্ষে ইচ্ছেকৃত হলুদ কার্ড দেখেছেন। এফএ অভিযোগে বলেছে, পাকুয়েতা ইচ্ছেকৃত হলুদ কার্ড দেখার জন্য রেফারির সঙ্গে চিৎকার করেছেন নয়তো বাজে আচরণ বা কর্মকাণ্ড করেছেন। তার বিরুদ্ধে এফএ'র বেটিং সংক্রান্ত দুটি ধারা ভঙ্গের অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। লুকাস পাকুয়েতাকে গত মৌসুমে দলে ভেড়াতে চেয়েছিল ম্যানচেস্টার সিটি। কিন্তু তার বিরুদ্ধে বেটিং আইন ভঙ্গের অভিযোগ ওঠায় ওই দলবদল সম্পন্ন হয়নি। আগামী মৌসুমে আবার ম্যানসিটি তাকে দলে ভেড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। ক্লাব ও খেলোয়াড় পর্যায়ে নাকি সমঝোতাও হয়ে গেছে। এফএ'র গঠন করা অভিযোগ প্রমাণিত হলে নিষেধাজ্ঞা পেতে পারেন পাকুয়েতা। যে কারণে ম্যানসিটি তাকে কেনার সিদ্ধান্ত থেকে পুনরায় সরে আসতে পারে।

সামনের আইপিএলে

সৌরভের দিল্লিতে খেলুক কোহলি! কেন এমন বললেন পিটারসেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিরাট কোহলিই এমন এক ব্যতিক্রমী তারকা যিনি একই দলের হয়ে টানা ১৭ বছর আইপিএলে খেলে চলেছেন। ২০০৮ সাল থেকে শুরু, ২০২৪ সালেও তিনি দলের একনম্বর তারকা।

সামনের আইপিএলে সৌরভের দিল্লিতে খেলুক কোহলি! কেন এমন বললেন পিটারসেন

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিরাট কোহলি।

দ্য ওয়াল ব্যুরো: বিরাট কোহলিই এমন এক ব্যতিক্রমী তারকা যিনি একই দলের হয়ে টানা ১৭ বছর আইপিএলে খেলে চলেছেন। ২০০৮ সাল থেকে শুরু, ২০২৪ সালেও তিনি দলের একনম্বর তারকা। কিন্তু দীর্ঘ দেড় দশকেও তিনি আইপিএল ট্রফি এনে দিতে পারেননি আরসিবি-কে।

এবারও দেখা গিয়েছে, চলতি আইপিএলে কোহলি দারুণ ফর্মে বিরাজ করেছেন। তিনি একটি সেঞ্চুরি করেছেন, একটি ফিরেছেন ৯২ রান থেকে। চারটি ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি করেছেন। সর্বোচ্চ রানের দিক থেকে তিনি শীর্ষে ছিলেন। রাজস্থানের বিরুদ্ধে এবার শেষ ম্যাচেও ৩৩ রান করেছেন।

টানা একটি ফ্রাঞ্চাইজি দলে খেলেই কি কোহলির হাতে ট্রফি নেই? এই নিয়ে এক বেসরকারী চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মুখ খুলেছেন কেভিন পিটারসেন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক জানিয়েছেন, কোহলির এবার উচিত অন্য ফ্রাঞ্চাইজিতে যোগ দেওয়া। তিনি মনে করেন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লি ক্যাপিটালস দলে যোগ দেওয়া উচিত বিরাটের।

বিষন্ন বিরাট, আইপিএল থেকে ছিটকে যাওয়ার পরে বললেন, আত্মমর্যাদার জন্য খেলেছে বেঙ্গালুরু

চিন্নাস্বামী দেখল সৌরভ-বিরাট করমর্দন, কোহলিকে টুপি খুলে সম্মান মহারাজের

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকার ব্যাখ্যা,দিল্লি কোহলির নিজের শহর। ওই শহরে কোহলির বাড়িও রয়েছে। দিল্লির সমর্থকদের আবেগ-অনুভূতি কোহলির চেনা। ওই ফ্রাঞ্চাইজি দলে রিকি পন্টিংয়ের মতো কোচ ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ধুরন্ধর ক্রিকেট মস্তিষ্করা রয়েছেন। আমার মতে, কোহলি তো কিংবদন্তি, জিনিয়াস, ওঁকে শেখানোর কিছু নেই। কিন্তু দল বদলে খেললেও নিজের মনের ভেতর থেকেও একটা জেদ আসবে। আর লাক ফ্যাক্টরও সমান গুরুত্বপূর্ণ।'

ওই সর্বভারতীয় চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পিটারসেন আরও জানান, কোহলির মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটার সারা জীবনে একবারও আইপিএল ট্রফি পাবে না, তা হতে পারে না। কোহলির মতো ক্রিকেটারের বিশ্বের সেরা লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়া উচিত। বেঙ্গালুরু দলের চ্যাম্পিয়ন লাক নিয়ে সমস্যা রয়েছে। সেদিক থেকে দিল্লি অনেকবেশি আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলছে। সামনের বারই এই সিদ্ধান্ত নিক ভারতীয় ক্রিকেটের সেরা আইকন।

ভারতের কোচ হওয়ার

প্রস্তাবে 'না' পন্টিংয়ের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী জুনে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সঙ্গে চুক্তি শেষ রাহুল দ্রাবিড়ের। নতুন কোচ চেয়ে এরই মধ্যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে দেশটির বোর্ড। এরই মধ্যে জাস্টিন ল্যাঙ্গার, স্টিফেন ফ্লেমিং, গৌতম গম্ভীর, রিকি পন্টিংদের নাম এসেছে আলোচনায়।

পন্টিং দাবি করেছেন, তার কাছে ভারতের কোচ হওয়ার আনঅফিসিয়াল প্রস্তাবও এসেছে। তবে আপাতত তিনি ভারতের হেড কোচ হওয়ার কথা ভাবছেন না। তিনি আইপিএলে কোচিং করাতে চান এবং বাকি সময়টা পরিবারকে দিতে চান বলে জানিয়েছেন। সংবাদ মাধ্যমকে পন্টিং বলেন, 'ভারতের কোচ নিয়োগ নিয়ে বেশ কিছু সংবাদ চোখে পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যুগে অনেক কিছুই মানুষ আগেভাগেই জেনে যায়। আইপিএলের সময় একজনের সঙ্গে আমার সরাসরি কথা হয়েছিল। তিনি কেবল আমার আগ্রহ আছে কিনা জানতে চেয়েছেন।'

কিন্তু এখনই জাতীয় দলের কোচিংয়ে ইচ্ছে নেই বলে উল্লেখ করেছেন পন্টিং, 'জাতীয় দলের কোচ হতে অবশ্যই পছন্দ করবো। কিন্তু এখন যেভাবে চলছি তার সঙ্গে এটা ঠিক যাচ্ছে না। জাতীয় দলের কোচিং মানে আইপিএলে কোচিং করানো যাবে না, বছরের ১০-১১ মাস ওই দল নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে। এটার জন্য আমি এখনই প্রস্তুত নই।'

পন্টিংয়ের মতো রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হেড কোচ ফ্লেমিংও জানিয়ে দিয়েছেন ভারতের কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করেননি তিনি, 'আমি আবেদন করিনি। করবও না। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ততায় আমি খুশি। কাজটা আমি উপভোগ করছি।'

অবসরের ঘোষণা দিলেন

কোস্টারিকার কিংবদন্তি গোলরক্ষক নাভাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গ্লাভস জোড়া খুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পিএসজির কোস্টারিকার গোলরক্ষক কেলর নাভাস। ৩৭ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক বৃহস্পতিবার (২৩ মে) আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায়ের ঘোষণা দেন।

২০০৮ সালে কোস্টারিকার হয়ে অভিষেক হয় নাভাসের। এরপর গেল ১৭ বছরে জাতীয় দলের হয়ে ১১৪টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। খেলেছেন তিনটি বিশ্বকাপও। ২০১৪ বিশ্বকাপটা নাভাসের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ, সেই বিশ্বকাপে তার কল্যাণে কোস্টারিকা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও শেয়ার করে অবসরের ঘোষণা দেন নাভাস। সেখানে তিনি বলেন, 'আমার জীবনের এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটছে। আমি কৃতজ্ঞতায় ভরা হৃদয় নিয়ে চলে যাচ্ছি। আমি সবসময় আমার মাঝে প্রিয় কোস্টারিকার নাম বহন করেছি। এটি একটি ভিন্ন অনুভূতি, মেনে নেয়া কঠিন। এটা বিদায় নয়, এটা আবারও দেখা হওয়ার পথ। ধন্যবাদ কোস্টারিকা, পরে দেখা হবে।'

২০০৫ সালে সিনিয়র ক্লাব ফুটবলে অভিষেক হওয়া নাভাস আলোচনায় আসেন ২০১৪ সালে। সেই বছর স্প্যানিশ ক্লাব লেভান্তে ছেড়ে যোগ দেন রিয়াল মাদ্রিদে। সেখানে ২০১৯ সাল পর্যন্ত খেলেছেন তিনি। রিয়ালের কিংবদন্তি গোলরক্ষক ইকার ক্যাসিয়াস ক্লাব ছেড়ে যাওয়ার পর দলের এক নম্বর গোলরক্ষক করা হয় নাভাসকে। তখন দারুণ পারফর্ম করেছেন তিনি। রিয়ালের হয়ে জিতেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লিগ শিরোপাসহ আরও অনেক ট্রফি।

২০১৯ সালে রিয়াল ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেন নাভাস। ফরাসি ক্লাবটির হয়েও জিতেছেন নানা ট্রফি। তবে গত দুই মৌসুম ধরে নিয়মিত হতে পারেননি ক্লাবটির হয়ে। মাঝে ২০২৩ সালে ইংলিশ ক্লাব নটিংহ্যাম ফরেস্টে একটি মৌসুম ধারে খেলেছেন নাভাস।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR